দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 09 FEB 2007

পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৫

বিশ্বাস 44

আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার দাবি

নবম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে মারাত্মক ছাপার ভুল

॥ নেত্রকোনা সংবাদদাতা ॥

ঢাকা বোর্ডের আওতাধীন বিদ্যালয়সমূহে নবম শ্রেণীর পাঠ্য তালিকায় 'ইংলিশ গ্রামার এন্ড কম্পোজিশন' নামে যে বইটি পাঠ্য করা হয়েছে তাতে মারাত্মক ধরনের ছাপার ভুল রয়েছে। বইয়ে পার্ট ওয়ান এবং পার্ট টু'র মধ্যে রয়েছে মারাত্মক সূচিপত্রের ভুল। ফলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা এই ইংরেজী গ্রামার বইটি নিয়ে বিপাকে পড়েছে। গ্রামার বইটির মধ্যে বড় ভুল হচ্ছে, পার্ট ওয়ানের সূচিপত্রে 'ইউনিট ওয়ান'

(১৯শ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

নবম শ্রেণীর

(২০শ পৃঃ পর)

থাকলেও এই চ্যাপ্টারটিই পাঠ্যপুস্তকে নেই। বই শুরু হয়েছে ইউনিট টু থেকে। ইউনিট ওয়ান চ্যাপ্টারে পাঠ্যসূচি অনুযায়ী ১ পৃষ্ঠা থেকে ৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বিষয় রয়েছে 'সেন্টেন্স, সিম্পল সেন্টেন্স, কমপ্লেক্স সেন্টেন্স এবং কম্পাউন্ড সেন্টেন্স'। কিন্তু ইউনিট ওয়ানে ৬টি পৃষ্ঠা না থাকার কারণে শিক্ষার্থীরা বই কিনতে সমস্যায় পড়েছে। ভুল শুধু এখানেই নয়। আরো মারাত্মক ভুল রয়েছে পার্ট টুয়ের ৭৩, ৮০ এবং ৮১ পৃষ্ঠার মধ্যে। পার্ট ওয়ানে গ্রামার পোর্শানের জন্য সূচিপত্র তৈরি করলেও পার্ট টুয়ের কম্পোজিশনের অংশে গ্রামার চ্যাপ্টার ছাপানো হয়েছে। ৭৩ পৃষ্ঠায় ছাপানো হয়েছে প্রিপোজিশন। আবার প্রিপোজিশনের শেষ অংশ ৮০ পৃষ্ঠায় শেষ হলেও ৮১ পৃষ্ঠায় কম্পোজিশনের অংশে ৪নং কম্পোজিশন অর্থাৎ 'ইউর ভিজিট টু যু' দিয়ে পাতা শুরু হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, ১, ২ এবং ৩ নং কম্পোজিশন পাতায় নেই। এগুলোর অস্তিত্বই বইয়ে নেই। অর্থাৎ সারা বইয়ে ছাপার এত ভুল যে, শিক্ষার্থীরা এ বই পড়তে পারবে না।

এই পাঠ্যপুস্তকটির ব্যাপারে নেত্রকোনার প্রসিদ্ধ হাসেমিয়া লাইব্রেরীর মালিক জাহাঙ্গীর আলম জানান, তিনি বই বিক্রি করতে গিয়ে এখন বিপাকে পড়েছেন। এই বই পরিবর্তন ছাড়া এখন আর কিছুই করার নেই বলে তিনি উল্লেখ করেন। নেত্রকোনার বিশিষ্ট সুধীপ ব্যক্তিত্ব ডাঃ এমএ হামিদ খান জানান, সরকারি টাকা ব্যয় করে যে পাঠ্যপুস্তক ছাপা হয়, সেই পুস্তক শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছানোর পূর্বে অবশ্যই যাচাই কমিটির তা দেখা উচিত। তিনি এদের বিরুদ্ধে এখন আইনগত ব্যবস্থা নেবার জন্য দাবি জানান।